ইউনিট

৩

পরিবার

ভূমিকা

পরিবার একটি আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানুষ একা বসবাস করতে পারে না। সঙ্গকামী মানুষ স্বভাবতই পরস্পর মিলেমিশে একত্রে বসবাস করতে চায়। মানুষের এই আকাংখার অভিব্যক্তি হল পরিবার। পরিবারের ভিত্তি হল জৈবিক যৌনতা। কারণ নারী-পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সন্তান-সন্ততি জন্ম দান করে। নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও সন্তান বাৎসল্য তাদেরকে পারিবারিক জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত করে। স্নেহ, মায়া-মমতা ও নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা পরিবারের ভিত্তি। পরিবারের বিকল্প চিন্তা করা যায় না। পরিবারভুক্ত হয়ে মানুষ বসবাস করে এবং করবে। পরিবার নিয়ে রচিত হয়েছে এই ইউনিটটি। এর বিষয়বস্তু পাঁচটি পাঠে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ– ১ : পরিবারের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণী বিভাগ ও অণু পরিবার।

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবারের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।
- অণু পরিবার কি তা বলতে পারবেন।

৩.১.১ পরিবারের সংজ্ঞা

পরিবার একটি ক্ষুদ্র সামাজিক বর্গ। পরিবার বলতে সেই সামাজিক ক্ষুদ্র সংস্থাকে বুঝায় যেখানে এক বা একাধিক পুরুষ তার বা তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও অন্যান্য পরিজন নিয়ে একত্রে বসবাস করে। **অধ্যাপক আর এম ম্যাকাইভার পরিবারের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, "পরিবার হল ক্ষুদ্র ও স্থায়ী বর্গ, যার উদ্দেশ্য সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন পালন করা।"**

৩.১.২ পরিবারের বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক আর এম ম্যাকাইভারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা পরিবারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই :

(ক) পরিবার একটি ক্ষুদ্র বর্গ– পরিবার একটি ক্ষুদ্র বর্গ। আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠ বন্ধনের উপর পরিবার প্রতিষ্ঠিত বলে এর আকৃতি বড় হয় না।

(খ) জৈবিক সম্পর্ক– পরিবার যৌন সম্পর্ক ও বৈবাহিক বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(গ) রক্ত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক– রক্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর পরিবার প্রতিষ্ঠিত।

(ঘ) নৈতিক মূল্যবোধ– স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলীর উপর পরিবার প্রতিষ্ঠিত।

(ঙ) বয়োজ্যেষ্ঠের প্রাধান্য– পরিবারে সাধারণত উপার্জনকারী একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির প্রাধান্য থাকে।

(চ) নামকরণ– পরিবার সাধারণত একটি নাম বা পদবী দ্বারা পরিচিত হয়। যেমন– কাজী, পাল, ঘোষ ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই নামকরণ ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ছ) সামাজিক একক– পরিবার সামাজিক একক এবং বহু পরিবারের সমন্বয়ে সমাজ গঠিত হয়।

(জ) শাশ্বত– পরিবার স্থায়ী ও চিরন্তন প্রতিষ্ঠান। অতীতে পরিবার ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

৩.১.৩ পরিবারের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। নিচে পরিবারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল :

(১) বংশ পরিচয় ও নিয়ন্ত্রণের ধারা– বংশ পরিচয় ও নিয়ন্ত্রণের ধারার ভিত্তিতে পরিবারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা– (ক) পিতৃতান্ত্রিক ও (খ) মাতৃতান্ত্রিক পরিবার।

(ক) পিতৃতান্ত্রিক পরিবার– যখন পিতা পরিবারের কর্তা অথবা পিতার দিক হতে পরিবার পরিচিত হয় তখন তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। সমাজবিজ্ঞানী হেনরি মেইন এই পরিবার ব্যবস্থাকে আদি ও অকৃত্রিম বলে উল্লেখ করেছেন।

(খ) মাতৃতান্ত্রিক পরিবার– যখন মাতার দিক হতে বংশ পরিচয় দেওয়া হয় এবং মাতা পরিবারের প্রধান হন তখন তাকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। প্রাচীনকালে মিশর ও তিব্বতে এই ধরনের পরিবার-ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ ও আসামের খাসিয়া গারো নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মধ্যে, গারোর মধ্যে এই ধরনের পরিবার দেখা যায়।

(২) বিবাহ প্রথা– বিবাহ প্রথার উপর ভিত্তি করে পরিবারকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন– (ক) একপত্নীক, (খ) বহুপত্নীক ও (গ) বহুপতি পরিবার। যদি একজন স্বামী একজন স্ত্রী গ্রহণ করে পরিবার গঠন করে তবে তাকে একপত্নীক পরিবার বলে। এটি বর্তমান কালের প্রচলিত পরিবারব্যবস্থা। যখন একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী বিবাহ করে পরিবার গঠন করে তখন তাকে বহুপত্নীক পরিবার বলে। অর্থনৈতিক কারণে এ ধরনের পরিবারব্যবস্থা কমে যাচ্ছে। যখন একজন স্ত্রী একের অধিক স্বামী গ্রহণ করে পরিবার গঠন করে তখন তাকে বহুপতি পরিবার বলে। হিন্দু ধর্মে মহাভারতে পঞ্চ পান্ডবের এক স্ত্রী দ্রৌপদির কথা উল্লেখ আছে।

(৩) পারিবারিক কাঠামো ও আকৃতি– পারিবারিক কাঠামো ও আকৃতির ভিত্তিতে পরিবারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা– (ক) একক ও (খ) যৌথ পরিবার। যখন স্বামী-স্ত্রী তাদের উপর নির্ভরশীল সন্তান-সন্ততি নিয়ে পরিবার গঠন করে তখন তাকে একক পরিবার বলে। অপরপক্ষে যে পরিবারে পিতামাতা তাদের নিজেদের সন্তান-সন্ততি এবং সন্তান-সন্ততিগণের সন্তান-সন্ততি নিয়ে একসঙ্গে বসবাস করে তাকে যৌথ পরিবার বলে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণ প্রভৃতি কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা বর্তমানে ভেঙ্গে যাচ্ছে।

একনজরে পরিবারের শ্রেণীবিভাগ

ভিত্তি	শ্রেণী
(১) বংশ পরিচয় ও নিয়ন্ত্রণের ধারা	(ক) পিতৃতান্ত্রিক পরিবার (খ) মাতৃতান্ত্রিক পরিবার
(২) বিবাহ প্রথা	(ক) একপত্নীক পরিবার (খ) বহুপত্নীক পরিবার (গ) বহুপতি পরিবার
(৩) পরিবারের কাঠামো ও আকৃতি	(ক) একক পরিবার (খ) যৌথ পরিবার

৩.১.৪ অণু পরিবার

পরিবার যখন খুব ছোট হয় তখন তাকে অণু পরিবার বলে। সাধারণত এই পরিবার শুধু স্বামী-স্ত্রী বা শুধু বাবা-মা এবং কেবল তাদের দু'একজন সন্তান নিয়ে গঠিত হয়। অণু পরিবার একক পরিবার অপেক্ষাও ক্ষুদ্র ধরনের পরিবার।

সার-সংক্ষেপ

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই পরিবারব্যবস্থা বিদ্যমান। পরিবার একটি ক্ষুদ্র ও স্থায়ী বর্গ যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে। রক্তের সম্পর্ক পরিবারের ভিত্তি। জৈবিক সম্পর্ক, রক্ত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রাধান্য, নামকরণ, স্থায়িত্ব প্রভৃতি পরিবারের বৈশিষ্ট্য। পরিবার বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন– পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার; একপত্নীক, বহুপত্নীক ও বহুপতি পরিবার; একক ও যৌথ পরিবার এবং অণুপরিবার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। পরিবার কখন উৎপত্তি লাভ করেছে ?

ক. মধ্যযুগে খ. প্রাচীন কালে
গ. আধুনিক কালে ঘ. সাম্প্রতিক কালে

২। আধুনিক পরিবার কোনটি ?

ক. যৌথ পরিবার খ. মাতৃতান্ত্রিক পরিবার
গ. এক পত্নীক পরিবার ঘ. একক পরিবার

৩। বিবাহ প্রথার উপর কোন ধরনের পরিবার গড়ে উঠে ?

ক. মাতৃতান্ত্রিক খ. একপত্নীক
গ. যৌথ পরিবার ঘ. পিতৃতান্ত্রিক

৪। পরিবার একটি কি ?

ক. দল খ. গোষ্ঠি
গ. ক্ষুদ্র বর্গ ঘ. শ্রেণী

৫। পরিবারের বৈশিষ্ট্য কোনটি ?

ক. রাষ্ট্রের একক খ. সমাজের একক
গ. সংঘের একক ঘ. সরকারের একক

পাঠ- ২ : পরিবারের উৎপত্তি, পরিবার এবং পৌর ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবারের উৎপত্তি সংক্রান্ত ক্রমবিকাশের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পরিবারের উৎপত্তির ব্যাপারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সহযোগিতা, সামাজিক ও সভ্যতাবোধের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।
- পরিবার থেকে কিভাবে পৌর ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা বলতে পারবেন।

৩.২.১ ক্রমবিকাশের মাধ্যমে পরিবারের উৎপত্তি

আধুনিক বিবাহভিত্তিক পরিবার এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল। সময়ের সাথে সাথে যৌনজীবন, বিবাহ ও পরিবারের কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। মর্গান তার প্রাচীন সমাজ (Ancient Society) গ্রন্থে বলেন আদিতে সমাজ জীবনে অবাধ যৌনাচার ছিল। অবাধ যৌনাচারের স্তর অতিক্রম করে সর্বপ্রথম 'কনস্যাংগুইন' বা জ্ঞাতি-বিবাহ প্রথার উপর ভিত্তি করে পরিবার গড়ে উঠে। পরবর্তীতে বিকাশমান ধারায় পর্যায়ক্রমে দলভিত্তিক বিবাহ (Puna luan) ও পরিবার, বহুপতি পরিবার এবং পিতৃপ্রধান পরিবারের সৃষ্টি হয়। সবশেষে আধুনিক একপত্নীক পরিবারের সৃষ্টি হয়।

৩.২.২ পরিবার গঠনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সহযোগিতা, সামাজিকতা ও সভ্যতাবোধের ভূমিকা

(১) ব্যক্তিগত সম্পত্তি– সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সুদূর অতীতে মানুষ বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতের গুহায় বসবাস করত এবং ফলমূল ও লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করত। পরবর্তীতে মানুষ সমতল ভূমিতে বসবাস আরম্ভ করে এবং চাষাবাদের সাথে পরিচিত হয়। এই পর্যায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও চাষাবাদের ফসল সংরক্ষণের জন্য ঘরবাড়ী তৈরি এবং সংরক্ষিত অবস্থায় বসবাসের ফলে পরিবার সৃষ্টি হয়।

(২) সহযোগিতা– মানুষ একাই সব কাজ করতে পারে না। তাই তারা একে অপরকে সহযোগিতা করে। মিলে মিশে কাজ করার মাঝেই রয়েছে আনন্দ। পরস্পর নির্ভরশীলতা ও সঙ্গপ্রিয়তার কারণে মানুষ একে অপরকে সহযোগিতা করে এবং কাছাকাছি হয়। এর সাথে নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান যৌন আকর্ষণ তাদেরকে আরও নিকটবর্তী করে এবং পরিবার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৩) সামাজিকতা– সামাজিকতার কারণে মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে। একই কারণে আবার প্রত্যেক পরিবারের স্বতন্ত্র জীবন গড়ে উঠে। সামাজিকতার কারণে গোপনীয় ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পারিবারিক জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠে।

(৪) সভ্যতাবোধ– আদিম যুগে মানুষ সভ্য জীবনের সন্ধান পায়নি। নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সে সভ্য জীবন যাপনের উপকরণগুলো আয়ত্ত করে এবং এগুলো একান্তভাবে উপভোগের প্রেরণায় পৃথক পৃথক ভাবে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন শুরু করে। পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রিত জীবন ব্যবস্থা পরিবার গঠনে উৎসাহিত করে।

৩.২.৩ পরিবার এবং পৌর ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

পরিবার পৌরসংগঠন বা রাষ্ট্রের অংশ। পরিবারের বিস্তৃতির ফলে পৌর প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। পরিবার স্থানীয় সংগঠন হিসেবে কেবলমাত্র প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করতে পেরেছে। তাই বহু পরিবার নিয়ে পৌর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই পৌর প্রতিষ্ঠান নগরকেন্দ্রিক। সব নগর রাষ্ট্রে পরিবারের বৈশিষ্ট্য থাকলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের জন্য পরিবারের উৎপত্তি অপরিহার্য। এরিস্টটল বলেছেন, "রাষ্ট্র নেহায়েত প্রয়োজনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু উন্নততর জীবনের জন্য তা অব্যাহত আছে।" আজকে আর নগররাষ্ট্র নেই। সৃষ্টি হয়েছে বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্র। তাই বলে বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ

হতে নগররাষ্ট্র থেকে আজকের জাতীয় রাষ্ট্র আলাদা কিছু নয়। আজও রাষ্ট্রগুলি পরিবারের সমষ্টি। পরিবারের সদস্যগণই রাষ্ট্রের সদস্য। এ হিসেবে পরিবারে বিকশিত ও লালিত গুণাবলীকে তারা রাষ্ট্রীয় বৃহত্তর জীবনে প্রয়োগ করে সার্থক রাষ্ট্র গঠন করতে পারে। মানুষের দায়িত্ববোধ তাকে আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। অপরপক্ষে পরিবার, প্রতিষ্ঠান, নগররাষ্ট্র এবং নগররাষ্ট্রের বিস্তৃতরূপই হল জাতীয় রাষ্ট্র। জাতীয় রাষ্ট্র মানুষকে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্য উপযোগী করে বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

এরূপে পরিবার এবং পৌর ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এরা নিজ নিজ ভূমিকায় একে অপরকে সমৃদ্ধ করে।

সার-সংক্ষেপ

পরিবার কিভাবে কখন উৎপত্তি হয়েছে তা বলা সম্ভব না হলেও মনে করা হয় যে, অবাধ যৌনাচার স্তরের পর জ্ঞাতিবিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে দলভিত্তিক বিবাহ, বহুপতি পরিবার, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার এবং সর্বশেষে আধুনিক একপত্নীক পরিবারের সৃষ্টি হয়। পরিবারের বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সামাজিকতা, সহযোগিতা ও সভ্যতাবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরিবার থেকে পৌর জীবনের সূচনা হয় এবং পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে নগর-রাষ্ট্র এবং নগর রাষ্ট্র থেকে আধুনিক জাতীয়-রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পরিবারের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে ?
ক. প্রাকৃতিক ভাবে খ. ক্রমবিকাশের ফলে
গ. শিল্পবিকাশের ফলে ঘ. কৃষি সম্প্রসারণের ফলে

২। পরিবারের উৎপত্তিতে কার ভূমিকা বেশি ?
ক. ব্যক্তিগত সম্পত্তি খ. ভালবাসা
গ. স্নেহ-মমতা ঘ. শ্রদ্ধাবোধ

৩। পৌর ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কিভাবে গড়ে উঠেছে ?
ক. সভ্যতাবোধ থেকে খ. সহযোগিতার মাধ্যমে
গ. পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে ঘ. সংস্কৃতির মাধ্যমে

৪। আজকের রাষ্ট্রগুলো কিসের সমষ্টি ?
ক. পরিবারের খ. সমাজের
গ. সংঘের ঘ. সমিতির

পাঠ– ৩ : পরিবারের কার্যাবলী

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবারের বিভিন্ন কাজের বর্ণনা দিতে পারবেন।

৩.৩.১ পরিবারের কার্যাবলী

আপনি নিজ পরিবারের কাজের দিকে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন পরিবারের কাজের গুরুত্ব কতখানি এবং পরিবার কি কাজ করে। পরিবার সাধারণত নিম্নলিখিত কাজগুলো করে থাকে :

(১) জৈবিক কাজ– পরিবারের অন্যতম কাজ সন্তান-সন্ততির জন্মদান এবং লালন-পালন। এই কাজটি পরিবারের ভিত্তি। কেননা যৌনতা, নারী-পুরুষের একে অপরের প্রতি আকর্ষণ ও সন্তান-বাৎসল্যের কারণেই মানুষ পরিবার গঠন করে। অনেক উন্নত দেশে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে লালন-পালনের নানা দায়িত্ব শিশু-সদন বা শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালগুলো পালন করে থাকে। তবে পরিবারের মধ্যে যে আদর-স্নেহ ও মায়া-মমতায় শিশু বিকশিত হয় তার বিকল্প কিছুই সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

(২) শিক্ষামূলক কাজ– পরিবারকে সমাজ জীবনের শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয়। শিশুরা প্রথম শিক্ষা, বর্ণ পরিচয় ও যোগ-বিয়োগ পরিবারেই শিখে। এমনকি বড় হয়ে স্কুলে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাও পরিবারের নিয়ন্ত্রণে পূর্ণতা পায়। যেমন– পরিবারে মাতাপিতার সাহায্য ও সহযোগিতায় স্কুলের শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হয়। শুধু তাই নয়– শিশুরা ধর্মীয় শিক্ষা, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদেরকে ভালবাসার শিক্ষা পরিবার থেকে লাভ করে। তাই শিশুশিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্ডেন প্রভৃতি থাকলেও নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবতাবোধের শিক্ষা পরিবারের মত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান দিতে পারে না।

(৩) অর্থনৈতিক কাজ– অতীতে পরিবারের মধ্যেই অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদিত হত। শিকার, মৎস্য চাষ ও সংগ্রহ, কুটির শিল্প প্রভৃতি কাজ পরিবারের সদস্যরা সম্পাদন করে জীবন ধারণ করত। তখন তাদের চাহিদা কম ছিল বলে পরিবার সদস্যদের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারত। কিন্তু বর্তমানকালে অর্থনৈতিক চাহিদা বৃদ্ধি ও আয়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের ফলে পরিবারের সদস্যগণ অফিস-আদালত, কলকারখানা ও নানাবিধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় করে থাকে। তবে আজকাল আবার পরিবারমুখী আয়ের পথ উন্মোচিত হয়েছে। হাঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ, ফল ও ফুলের বাগান তৈরি, বাঁশ ও কাঠের কাজ, সেলাই ও বুনন কাজ করে পরিবারের সদস্যগণ আয় বাড়িয়ে সুখ-শান্তি ও স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করছেন। পরিবারের সদস্যগণের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্জিত আয় পরিবারের মধ্যে খরচ করে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কাজ করে।

(৪) মনস্তাত্ত্বিক কাজ– স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসা ও আদর-যত্নে শিশুরা লালিত-পালিত হয়। পিতামাতার স্নেহে প্রতিপালিত শিশু সমাজে চলার পথে উদারতা, সহনশীলতা, দয়ামায়া প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী দ্বারা পরিচালিত হয়। এর ফলে সুন্দর ও সুশৃংখল সমাজ গড়ে উঠে। পরিবারের এ কাজের কোন বিকল্প সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

(৪) নৈতিক কাজ– পরিবার তার সদস্যদেরকে নৈতিক শিক্ষা দান করে। সত্য কথা বলা, মিথ্যা না বলা, পরচর্চা না করা প্রভৃতি নৈতিক কথা ও কাজের শিক্ষা শিশুরা পরিবার থেকেই অর্জন করে।

(৬) ধর্মীয় কাজ– ধর্মীয় নিয়মাবলী ও ধর্ম পালনের শিক্ষা পরিবার থেকেই অর্জিত হয়। সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য, নবী-রাসুল বা দেবদেবীর প্রতি ভক্তি শিশুরা মাতাপিতার নিকট থেকে অর্জন করে। যে পরিবারের মাতাপিতা ধার্মিক সেই পরিবারের সন্তান-সন্ততিরাও সাধারণত ধার্মিক হয়ে থাকে এবং বড় হয়ে ধর্ম পালন অব্যাহত রাখে।

(৭) অবকাশমূলক কাজ– পরিবার চিত্তবিনোদন বা অবকাশ ও মনোরঞ্জনমূলক কাজ করে থাকে। শিশুরা বাবা-মা এবং দাদা-দাদীর নিকট থেকে গল্প, কবিতা ও ছড়া শুনে আনন্দ লাভ করে। এক সময়ে পুঁথিপাঠ, রাজ-রাজরার গল্প-কাহিনী প্রভৃতির আসর জমিয়ে পরিবারের সদস্যরা আনন্দ লাভ করত। আজকাল সিনেমা, থিয়েটার, নাট্যমঞ্চ, ক্লাব, প্রভৃতি বিনোদনের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। তবুও বর্তমানকালে রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, ভি.সি.আর, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবারের সদস্যগণ পরিবারেই চিত্ত বিনোদনের কাজ করে থাকে।

(৮) সামাজিক কাজ– পরিবার সমাজ জীবনের অন্যতম একক এবং আদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজবিজ্ঞানীগণ পরিবারের সম্প্রসারণকে সমাজের উৎপত্তির কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পরিবারের মাধ্যমে সামাজিক লেন-দেন, চাল-চলন, আচার-আচরণ ও সহযোগিতার শিক্ষা এবং বংশ মর্যাদা লাভ করা যায়। পারিবারিক জীবনের সংঘবদ্ধতা থেকেই মানুষ সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের শিক্ষালাভ করে। তাছাড়া পরিবারের নৈতিক শিক্ষা সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে। পরিবার সামাজিকীকরণের ভূমিকা পালন করে সদস্যদেরকে সমাজে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলে।

(৯) রাজনৈতিক কাজ– পরিবার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বিশেষ। পরিবারে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক বিরাজ করে। আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতার প্রথম পাঠ আমরা পরিবারের মধ্যে লাভ করি। আদেশ দান ও আনুগত্যের শিক্ষা পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় জীবনে পরিব্যাপ্ত হয় এবং আদর্শ রাষ্ট্রের অনুকূল পরিবেশ রচিত হয়। তাছাড়া পরিবারের বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শ ও চিন্তাধারা এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক আলোচনা থেকে তাদের উপর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ দলের প্রতি সমর্থনের ক্ষেত্রে পরিবারের রাজনৈতিক আদর্শ ও সমর্থনের প্রতিফলনও ঘটে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, পরিবার অনেক কাজ করে থাকে এবং কোন কাজের গুরুত্ব কম নয়। একটি আদর্শ পরিবার একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

সার-সংক্ষেপ

পরিবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। জৈবিক, শিক্ষামূলক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয়, অবকাশমূলক প্রভৃতি এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তবে আধুনিককালে পরিবারের কাজের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পরিবারের মূল কাজ কোনটি ?

ক. সন্তান জন্মদান
খ. সন্তান লালন পালন
গ. সন্তান জন্মদান ও লালন পালন
ঘ. সন্তানের প্রতি স্নেহদান

২। সমাজের একক কোনটি ?

ক. পরিবার
খ. থানা
গ. গ্রাম
ঘ. ইউনিয়ন

৩। গল্প শোনা কি ধরনের কাজ ?

ক. সামাজিক
খ. অবকাশমূলক
গ. নৈতিক
ঘ. মনস্তাত্ত্বিক

পাঠ– ৪ : ভেঙ্গে পড়া পরিবার, ধর্মীয় অনুশাসন এবং পরিবারের ভেঙ্গে পড়া রোধ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভেঙ্গে পড়া পরিবার বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- ধর্মীয় অনুশাসন সৃষ্টিতে পরিবারের গুরুত্ব কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিবারের ভেঙ্গে পড়া প্রতিরোধের উপায়গুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

৩.৪.১ ভেঙ্গে পড়া পরিবার ও সন্তানের প্রতি অবহেলা

কতকগুলো কারণে পরিবার যখন তার স্বাভাবিক কাজ সম্পন্ন করতে পরে না তখন পরিবার এমন এক অবস্থায় পৌঁছে যাকে ভেঙ্গে পড়া পরিবার বলে। যেমন– পূর্বের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থাকা সত্ত্বেও স্বামী হয়ত নতুন করে বিবাহ করে নতুন সংসার গড়ে তোলে। এর ফলে পূর্বের পরিবার নানাভাবে বিপদগ্রস্থ হয়। আবার স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যহ ঝগড়ার ফলে সন্তান-সন্ততি স্বাভাবিক স্নেহ, মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনি-বনা না হওয়ায় স্বামী ও সন্তান-সন্ততিকে রেখে স্ত্রী বাবার বাড়ি চলে যায়। ফলে পরিবারের সদস্য ও ছেলেমেয়েরা বিপদে পড়ে। আবার কোন কোন সময় দেখা যায়, অভাব-অভিযোগের কারণে স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ফেলে অন্যত্র চলে যায়। এসব কারণে ভেঙ্গে পড়া পরিবারের সৃষ্টি হয়।

কোন কোন সময় অবৈধ ও অঢেল আয়ের ফলে স্বামী নৈশক্লাবে গমন, মদ্যপান ও ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। এরূপ পরিবারের স্ত্রীগণও ক্লাব ও সভা-সমিতিতে যাতায়াত করেন। ফলে সন্তান-সন্ততি অবহেলিত হয়। সন্তানরা চরিত্রহীন হয় এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। তারা শুধু পরিবারের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে তাই নয়, সমাজেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই প্রভৃতি কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। এভাবে ভেঙ্গে পড়া পরিবার সামাজিক মূল্যবোধকে আহত করে।

৩.৪.২ ধর্মীয় অনুশাসন সৃষ্টিতে পরিবারের গুরুত্ব

ধর্ম সমাজকে সুশৃঙ্খল করে। পরিবারই সদস্যদেরকে ধর্মের মূল বাণী, নবী-রাসুল বা ধর্মীয় মহানায়কদের সম্পর্কে জ্ঞান দান ও ধর্মের প্রাথমিক পাঠ দান করে থাকে। ধর্মীয় বিধি-বিধান ও ধর্ম পালনের রীতিগুলো পরিবারই শিখিয়ে থাকে। মুসলমানরা ঈদ, কোরবানী, জুম্মার নামাজ, রোজা প্রভৃতির গুরুত্ব পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট থেকে লাভ করে। পিতামাতাকে ভক্তি করা, আদব-কায়দা, বড়দেরকে ভক্তি করা, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালন করা প্রভৃতি ছেলেমেয়েরা মাতাপিতার কাছ থেকে শিখে। তাই দেখা যায় ধার্মিক পরিবারের সদস্যরা সাধারণত ধার্মিক হয়ে থাকে। এভাবে ধর্মীয় মনোভাব ও অনুভূতি সৃষ্টিতে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.৪.৩ পরিবারের ভেঙ্গে পড়া প্রতিরোধের উপায়

পরিবার নিয়েই সমাজ বা রাষ্ট্র গঠিত। পরিবার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে আদর্শ নাগরিক গড়ে তুলতে পারলে সুশৃঙ্খল সমাজ এবং আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। সেজন্য পরিবারের ভেঙ্গে পড়া অবস্থা যেন সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সমাজের নেতা, শিক্ষিত লোকজন ও সমাজসেবীদেরকে এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পরিবারের ভেঙ্গে পড়া প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

(ক) ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতিগুলো যাতে যথাযথভাবে পালিত হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। (খ) পরিবারের ভেঙ্গে পড়ার কারণ সৃষ্টি হলে আইনগতভাবে তা রোধ করতে হবে। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ, তালাকের বিধান প্রভৃতির ক্ষেত্রে পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় আইনের বিধানকে প্রয়োগ করতে হবে এবং (গ) ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।

উপরে উল্লেখিত ব্যবস্থাগুলো গৃহীত হলে পরিবারের ভেঙ্গে পড়া রোধ হতে পারে।

সার-সংক্ষেপ

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থাকা সত্ত্বেও স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনি-বনা না হওয়া প্রভৃতি কারণে অনেক পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। এছাড়া অপসংস্কৃতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার কারণে পারিবারিক ক্ষেত্রে এমন কতকগুলো অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে পরিবারের ভেঙ্গে পড়ার অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগ, জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা ও আইনগত প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পরিবার ভেঙ্গে পড়ার কারণ কি ?

ক. ছেলে মেয়েদের সাথে ঝগড়া হওয়া
খ. স্বামীর কর্মস্থল বদল হওয়া
গ. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হওয়া
ঘ. যৌতুক চাওয়া

২। ধর্মীয় অনুশাসন সৃষ্টিতে পরিবারের ভূমিকা কীরূপ ?

ক. খুব বেশি
খ. মাঝামাঝি
গ. খুব কম
ঘ. উল্লেখযোগ্য

৩। পরিবারের ভেঙ্গে পড়া প্রতিরোধের উপায় কি ?

ক. সরকারকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে
খ. সমাজকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে
গ. সকলকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে
ঘ. সমাজপতিদের সতর্ক থাকতে হবে

পাঠ– ৫ : পরিবার, মানবিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.৫.১ পরিবার ও মানবিক মূল্যবোধ

পরিবার মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। পরিবারের মধ্যে স্নেহ, মায়া-মমতা ও ভালবাসা সন্তানদের আদর্শবান হয়ে বড় হওয়ার পথকে সুগম করে। বড়দের ভালবাসা ছোটদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি করে এবং ছোটদের ভক্তি বড়দেরকে পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল করে। পরিবারের ছোট সদস্যরা বড়দের নিকট থেকে কিভাবে কথা বলতে হবে, কার সাথে কীরূপ আচরণ করতে হবে, কিভাবে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে তার শিক্ষা গ্রহণ করে। মায়া-মমতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, দুঃখে সান্ত্বনা, রোগে সেবা এবং অপরের সুখে সুখী হওয়ার শিক্ষাও তারা পরিবার থেকেই লাভ করে। যে সমস্ত গুণাবলী ভাল বা নৈতিকতার মানদণ্ডে স্বীকৃত সেগুলোই মানবিক মূল্যবোধ। মূল্যবোধ সৃষ্টি ও সংরক্ষণে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.৫.২ পরিবার ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ

সমাজের সাথে সঙ্গতি বিধানই সামাজিকীকরণ। এই সঙ্গতিবিধানের শিক্ষা পরিবার থেকেই মানুষ অর্জন করে। সমাজে চলা ফেরার নীতি, সামাজিক ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির পরিচয় শিশুরা পরিবার থেকেই লাভ করে। এমনকি রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণও পরিবারের মধ্যে শুরু হয়। পরিবারে বসবাস এবং নিয়ম-কানুন মেনে চলতে গিয়ে মানুষ দুই প্রকারে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ অর্জন করে– সুপ্তভাবে এবং প্রকাশ্যে। সুপ্ত রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ পরিবারের শিশু ও কিশোরদের মাঝে শুরু হয়। তারা পারিবারিক নিয়ম-কানুন এবং আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে অলক্ষ্যে নাগরিকতার শিক্ষা বা রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ অর্জন করে। পরবর্তীতে এই সুপ্ত শিক্ষা সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মেলামেশা ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য ও বিস্তৃত রূপ লাভ করে। এভাবে পরিবারের শিক্ষা ও প্রভাবে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সূত্রপাত ঘটে।

সার-সংক্ষেপ

পরিবারব্যবস্থা যত সুন্দর হবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ততই সুন্দর হবে। পরিবার ধর্মীয় চেতনা, মানবতাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই পরিবার যেন আদর্শ ভিত্তির উপর গড়ে উঠে এবং তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে, এ ব্যাপারে সমাজসেবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মূল্যাবোধের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা কেমন ?

ক. উন্নত মানের খ. গুরুত্বপূর্ণ
গ. মাঝারী ধরনের ঘ. মোটামুটি

২। মানুষ কিভাবে সামাজিকীকরণ অর্জন করে ?

ক. ধীরে ধীরে খ. সুপ্তভাবে
গ. দ্রুত *গতিতে* ঘ. মন্থর গতিতে

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। পরিবারের সংজ্ঞা দান করুন। –৩.১.১
২। পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলো কি ? – ৩.১.২
৩। মাতৃতান্ত্রিক পরিবার কাকে বলে ? – ৩.১.৩ (১) (খ)
৪। পরিবারের উৎপত্তিতে সভ্যতার ভূমিকা কি ? – ৩.২.২ (৪)
৫। পরিবারের জৈবিক কাজের বর্ণনা দিন। – ৩.৩.১ (১)
৬। ভেঙ্গে পড়া পরিবার বলতে কি বুঝায় ? – ৩.৪.১ প্রথম অনুচ্ছেদ
৭। পরিবারের উপর মানবিক মূল্যবোধের প্রভাব কি ? – ৩.৫.১
৮। পরিবার কিরূপে রাজনৈতিক সমাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করে ? – ৩.৫.২

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিবারের সংজ্ঞা দিন এবং পরিবারের উৎপত্তির কারণগুলো আলোচনা করুন। – ৩.১.১ ও ৩.২.২
২। পরিবার বলতে কি বুঝায়? পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন। – ৩.১.১ ও ৩.১.২
৩। পরিবার কি ? পরিবারের কার্যাবলী আলোচনা করুন। – ৩.১.১ ও ৩.৩.১
৪। পরিবারের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন। – ৩.১.৩
৫। পরিবার বলতে কি বুঝায়? পরিবারের সঙ্গে পৌর ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্পর্ক আলোচনা করুন। – ৩.১.১ ও ৩.২.৩
৬। পরিবারের ভেঙ্গে পড়া রোধ করার উপায়গুলো ব্যাখ্যা করুন। – ৩.৪.৩

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। খ, ২। ঘ, ৩। খ, ৪। গ, ৫। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। খ, ২। ক, ৩। গ, ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। গ, ২। ক, ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। গ, ২। ক, ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৫ ঃ ১। খ, ২। খ